আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডলের বিরুদ্ধে টিসিবি’র কার্ড দেবার নামে প্রতারণার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নিত্যানন্দপুর গ্রামে (ট্রেড কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) টিসিবি কার্ড করে দেয়ার নামে প্রতারণা করে গণ হারে চাঁদা আদায়য়ের অভিযোগ উঠেছে ওই গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডল নামের এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে।

বিকাশ মন্ডল ধানখোলা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি। গ্রামের দুস্থ ও অসহায়দের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা হাতিয়ে নেয় নিরঞ্জন মন্ডলের ছেলে বিকাশ মন্ডল। বিকাশ মন্ডলের এই চাঁদা আদায়ে সহায়তা করেন ওই গ্রামের মিখা মন্ডল। অথচ টাকা আদায়ের কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও আজও টিসিবি কার্ড ভাগ্যে জোটেনি চাঁদা প্রদানকারি অসহায়দের কপালে। প্রতি জনের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। টাকা উত্তোলনের প্রয়োজনীয় প্রমানাদী সাংবাদিকদের কাছে থাকলেও তা আংশিক অস্বীকার করেন বিকাশ মন্ডল।

জানাগেছে, দেশের বিভিন্ন জেলায় দরিদ্র পরিবারের জন্য সরকার স্বল্প মুল্যে খাদ্য সহায়তা (ট্রেড কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) টিসিবি কার্যক্রম চালু করেন। উক্ত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে মেহেরপুর জেলায়। এর ধারাবাহিকতায় গাংনী উপজেলয় প্রায় ৩৮ হাজার পরিবার টিসিবির সুফল পাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে।

উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে ধারাবাহিক ভাবে টিসিবি পন্য বিতরণ করা হয় পৃথক পৃথক ভাবে॥ গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নে প্রায় ৪ হাজার পরিবার এর আওতাভুক্ত। অথচ সরকারের এই সফলতাকে পুঁজি করে অসহায় মানুদের কাছ থেকে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত গণহারে চাঁদা আদায় করেন আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডল।

সরেজমিনে নিত্যানন্দনপুর গ্রাম ঘুরে জানা যায় বিকাশ মন্ডলের অনেক অবিযোগের কথা। ওই গ্রামের খুশি মন্ডল জানান, টিসিবির কার্ড করে দেয়ার কথা বলে তার কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, মহন মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, শুকুমারি মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, সমিতা রানীর কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, মার্থা মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, আরতির কাছ থেকে-৭৫০ টাকা, মেরি

[redacted]

[redacted]

স্ত্রীর নামে চালু করার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেন। উক্ত কাগজপত্র জমা নেয়ার সময় ১০ হাজার টাকা ঘুষ দাবী করেন অফিস সহকারি রেজাউল হক। কাগজ জমা দেয়ার মুহুর্তে ২ হাজার টাকা অগ্রীম জমা নেন রেজাউল হক। বাঁকী টাকা পরিশোধ করার পর কাগজপত্র সম্পন্ন করা হবে বলে জানান রেজাউল হক। বিষয়টি জানাজানি হলে শিক্ষকদের মধ্যে জমা বাধে ক্ষোভ।

গতকাল সোমবার (৪ মার্চ) দুপুরে প্রয়াত শিক্ষক আবু তাহেরের ছেলে নাসরুল্লাহ আর জাদীদ অফিস সহকারি রেজাউল হকের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগে অফিস সহকারি রেজাউল হকের ঘুষ বানিজ্য ও অন্যান্য দুর্নীতি ক্ষাতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানানো হয়।

ভুক্তভোগী নাসরুল্লাহ আল জাদীদ জানান, আমার বাবার পেনশনের টাকায় আমাদের সংসার চলে। বাবার মৃত্যুর পর আমরা খুবই মানবেতর জীবন যাপন করছি। এমুর্তে বাবার পেনশনের টাকা ছাড়া সংসারে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমি কয়েকদিন আগে বাবার পেনশনটি আমার মায়ের নামে পরিবর্তন করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যায়। অফিসের সহকারি মো: রেজাউল হক আমাদের পরিবারের অসায়ত্নকে পুঁজি করে ১০ হাজার টাকা দাবী করেন। আমার কাছে মাত্র ২ হাজার টাকা ছিল আমি কাজ শুরু করতে বল্লে সেই ২ হাজার টাকা নিয়ে নেন। বাঁকী টাকা পরিশোধ করা হলে কাজে হাত দেবেন বলে জানান অফিস সহাকির মো: রেজাউর হক। বিষয়টি আমি আমার বাবার অন্যন্য সহকর্মিদের জানালে তাদের মধ্যে ক্ষোভ শুরু হয়।

এবিষয়ে সকলেই উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরারবর লিখিত অভিযোগ করতে পরামর্শ দেন। আমি সে মোতাবেক গতকাল সোমবার লিখিত অভিযোগ করেছি। তিনি আরও জানান, শুধু আমি নয়, আমার মত অনেক মানুষই রেজাউল হকের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন কাজ নিয়ে দিনের পর দিন হয়রানী হলেও অনেকেই মুখ খলতে চাইনা। আমি ওই কর্মচারীর বিচার চাই। তাছাড়া তিনি একই প্রতিষ্ঠানে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করছেন কিভাবে এমন প্রশ্ন করেন সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছে।

তবে অফিস সহকারি রেজাউল হক ঘুষ নেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, আমি কোন টাকার দাবী করিনি। আমার বিরুদ্ধে শিক্ষকরা ষড়যন্ত্র করছেন। এসময় অফিসে শিক্ষকদের আনাগোনা দেখে অফিস ছুটির আগেই দ্রত অফিস থেকে সটকে পড়েন রেজাউল হক।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন,

ঘুষ নেয়ার বিষয়টি আমাকে জানানো হলে আমি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরারবর আবেদন করতে বলেছি। তবে একজন শিক্ষকের মৃত্যুর পর তার পরিবারকে জিম্মি করে ঘুষ দাবী করা খুবই দুঃখ জনক। আমিও এর সুষ্ঠ বিচার দাবী করছি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ নাসির উদ্দীন বলেন, আমার অফিসের অফিস সহকারি রেজাউল হকের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি আবেদন করেছেন আবু তাহেরের ছেলে নাসরুল্লাহ আল জাদীদ। উক্ত আবেদনটি আমার বরাবর প্রেরণ করেছেন। আমি একটি তদন্ত কমিটি করে বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখবো। এর সত্যতা পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবো। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমি উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যারের সাথে অলাপ করে পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে জানাতে পারবো॥

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, আমার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি তদন্ত করা হবে। অভিযোগ প্রমানিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব॥

গাংনী এমবিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর এম বি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে সকালে এম বি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রঙ্গনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন সদ্য সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, রেজুলেশনে আমার স্বাক্ষর জালিয়াতি করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন বিধি বহির্ভুতভাবে গোপনে বিদ্যালয়ের কমিটি গঠন করে যশোর শিক্ষা

বোর্ডে প্রেরণ করেছে।

বিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি গঠনের যে বিধান, খসড়া ভোটের তালিকা, চুড়ান্ত ভোটের তালিকা, ছাত্র ছাত্রীদের পড়ে শোনানো হয়নি। এছাড়া নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়নি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওই রেজুলেশনে আমার স্বাক্ষর জালিয়াতি করে খসড়া ও চুড়ান্ত ভোটার তালিকা করেছেন। অসাধু উপায়ে টাকার লেনদেন করে আব্দুর রব নামের একজনকে যশোর শিক্ষা বোর্ড প্রেরণ করেছে। সেটা জানার পরে আমি যশোর শিক্ষা বোর্ডে বিদ্যালয় পরিদর্শককে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। মেহেরপুর জেলা প্রশাসককে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছেন শিক্ষা বোর্ড।

অবৈধ প্রক্তিয়ায় জড়িত প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেনসহ এর সাথে জড়িত সবাইকে কঠোর শাস্তির দাবী করছি। এসময় কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীকে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান, মামলা দায়ের ও মোটরসাইকেল জব্দ

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের ঝটিকা অভিযানে চেকপোস্ট বসিয়ে মোটরসাইকেল আটক ও মালিককে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহরের কাথুলি মোড় ও মালশাদহ নামক স্থানে পৃথক অভিযান চালানো হয়।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সার্জন মোজাফফর হোসেনের নেতৃত্বে অভিযানে অর্ধশতাধিক মোটরসাইকেলের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়।

এ সময় হেলমেটবিহীন গাড়ি চালানোসহ মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ১৪টি মোটরসাইকেল আটক করা হয় এবং ১৪টি মামলা দায়ের করা হয়।

এসময় চারটি গাড়ির মালিককে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে ট্রাফিক পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সার্জন মোজাফফর হোসেন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হবে। প্রতিদিনই আমরা অভিযান চালিয়ে এই সমস্ত অবৈধ মোটরসাইকেলসহ যে সমস্ত মোটরসাইকেলে চালক হেলমেট বিহীন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহীন চলাচল করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি।

ঠিকাদার ও সড়ক বিভাগের গাফিলতিতে এখন ধুলার শহর গাংনী

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহর এখন ধুলার শহরে পরিনত হয়েছে। সড়ক বিভাগের গাফিলতির কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার ও প্রতিদিন পানি না ছিটানোর জন্য দিনের বেলায় অন্ধকার মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহর।

ধুলায় ঢাকা পড়েছে জনগুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এই জনপদ। শহরে উড়ছে ধুলা-বালু। ধুলার কারনে গাংনী উপজেলা শহরে বেড়েছে বায়ু দূষণের মাত্রা। রাস্তায় নেমেই নাকাল হচ্ছেন শহরবাসী। নাকে-মুখে, চোখে ধুলা ঢুকে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম। দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে জনজীবন।

দূষিত পরিবেশে বাড়ছে রোগ-বালাই। বিশেষ করে অ্যাজমা, এলার্জি, কাশিসহ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা। হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চেম্বারে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এমন দূষণে চরম হুমকির মুখে উপজেলার জনস্বাস্থ্য।

এদিকে রাস্তা নির্মান কাজের ধীরগতিতেও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। সড়ক ও জনপদের কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছেন এ অবস্থা দেখার কী কেউ নেই?

গাংনী সিনেমা হলপাড়া এলাকার বাসিন্দা আরোজ আলী ও দোকানী বাদল মিয়া বলেন, প্রধান সড়কের পাশে হাটু পর্যন্ত ধুলা জমেছে। যানবাহনগুলো যাওয়ার সাথে সাথে ধুলোয় অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে এলাকা। দোকানের মধ্যে এমন কি বাসা বাড়িতেও ধুলায় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

স্কুল শিক্ষক আবু হোসেন ও ব্যাংক কর্মকর্তা বাবু বলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলাফেরা করছি। ব্যবসায়ী আনারুল মিয়া ও সেন্টু আলী বলেন, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় সরকারের কর্মকর্তারা গাড়িতে এসি লাগিয়ে চলাফেরা করেন। এগুলো তাদের চোখে পড়েনা? প্রশ্ন করে বলেন, ট্যাক্সের টাকা যদি জনগণের কাজেই না লাগে তাহলে, কেন আমরা ট্যাক্স দেব?

গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকার রিন্টু মিয়া বলেন, রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে একটু সমস্যা হবে সেটা আমরা জানি। কিন্তু, রাস্তার পাশে খুড়ে সেখানে বালি খোয়া ভরাট না করে ফেলে রেখেছে। খোয়া নির্দিষ্ট পরিমান না দিয়ে শুধু স্থানীয় বালি দেওয়ার কারনে ধুলাবালির সৃষ্টি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভােগের কর্মকর্তাদের সেদিকে খেয়াল নেই।

শিশিরপাড়া গ্রামের আনসার আলী ও মোজাম্মেল হক বলেন, আমাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। এই ধুলার মধ্যে প্রতিদিন গাংনী শহরে যাওয়া আসা করতে শ্বাসকষ্টের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রিকশাচালক হান্নান মিয়া বলেন, অনেক দিন ধরেই রাস্তার এ অবস্থা। আমরা রিকশা চালকরা সবচেয়ে বেশি বিপদে আছি। ধুলাবালির কারণে রিকশা চালাতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। ধুলাবালিতে মাস্ক ব্যবহার করি, কিন্তু কতক্ষণ আর মাস্ক পড়ে থাকা যায়?

গাংনী শহরের ব্যবসায়ী মিনারুল ইসলাম ও ফুটপথের ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন বলেন, সড়কটির কাজ হচ্ছে একেবারেই কচ্ছপ গতিতে। কাজে গতি আনার উদ্দোগ নিতে হবে।

রাস্তা সংস্কারের জন্য যে পরিমান ধুলা হয় সেটা বন্ধ করতে হলে সড়ক ও জনপদ অফিসের মাধ্যমে দিনে অন্তত্য তিন বার পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রায় ৫/৬ মাস এ অবস্থায় থাকলেও মাসে একদিন পানি ছিটানো হচ্ছে না।
দ্রুত সড়কটি মেরামতের কাজ শেষ করে ধুলা থেকে মুক্তি চান গাংনীবাসি।

সড়ক ও জনপদ বিভাগ (সওজ) সূত্রে জানা যায়,প্রায় আট শ কোটি টাকা ব্যয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের তিনটা প্যাকেজে আট কিলোমিটার ফোর লেনসহ নির্মাণ কাজ চলছে। যা মেহেরপুরের গাংনী অংশে প্রায় ৯০ কোটি টাকার উপরে ব্যায় ধরা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শহরে প্রায় পৌণে চার কিলোমিটার ফোরলেন রাস্তা নির্মাণ হবে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্েসের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আব্দুল আল মারুফ বলেন, ধুলাবালি মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ধুলাবালির কারণে অ্যাল্যার্জিক রাইনাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সাইনোসাইটিস, অ্যাজমা, বাধাজনিত শ্বাসরোগ, চোখ ওঠা, নিউমোনিয়া, রেসট্রিকটিভ লাঞ্চ ডিজিজ, ফুসফুস বা শ্বাসনালীর অন্য যে কোনো রোগ থাকলে তার প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। ধুলার দূষণ এসব রোগের অন্যতম কারণ। এতে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।’

এবিষয়ে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা বলেন, রাস্তায় ধুলাবালি রোধ করতে নিয়মিত পানি ছিটানোর নির্দেশ রয়েছে। ঠিক আছে আমি ঠিকাদারকে বলে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করছি।

ঠিকাদার জাহিরুল লিমিটেডের মালিক জহিরুল ইসলামকে মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলে একবার কল রিসিভ করলেও কথা না বলে কেটে দেন। ফলে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

গাংনীতে মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে নারীসহ আহত ৪

গাংনী- হাটবোয়ালিয়া সড়কের পূর্বমালসাদহ নামক স্থানে মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারীসহ অন্ততঃ চারজন আহত হয়েছেন। এরা হচ্ছেন মোটরসাইকেল আরোহী গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া গ্রামের এনামুল হকের ছেলে রানা হোসেন(১৫), শরিফুল

ইসলামের ছেলে শান্ত(১৫), ইজিবাইক যাত্রী গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের পটলের স্ত্রী মর্জিনা(৩৫) ও চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার খোরদ গ্রামের জাহাবকসের ছেলে মজিবুল হক (৫০)।

এদের মধ্যে মজিবুল হক, রানা ও শান্তকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। আহত মর্জিনাকে ভর্তি রাখা হয়েছে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
আজ শুক্রবার সকাল ১১ টার দিকে এই সড়ক দূর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাংনী থেকে মোটরসাইকেল আরোহী রানা ও শান্ত হাটবোয়ালীর দিকে যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে পৌছানো মাত্রই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইকের সাথে মুখেমুখি সংঘর্ষ হলে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেল দুমড়ে মুচড়ে যায়।

এসময় আহত হন চারজন। স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমাইয়া আফরোজ জানান, আহতদের মধ্যে মর্জিনাকে ভর্তি রাখা হয়েছে। অন্য তিনজনের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাদেরকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে মসজিদ কমিটি নিয়ে এবার পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করলেন সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ

গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের হিজলবাড়ীয়া গ্রামের উত্তরপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদের পদত্যাগি সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলনের একদিন পর পাল্টা পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

করেছেন কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে হিজলবাড়িয়া গ্রামে এই সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ সাজেদুর রহমান। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেন।

মসজিদের মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে সদ্য পদত্যাগি সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলনের একদিন পর তার বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ তুলে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

লিখিত বক্তব্যে মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ সাজেদুর রহমান বলেন, উত্তরপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদে এই মহল্লার মানুষের পাশাপাশি হিন্দা গ্রামেরও কিছু মুসল্লী নামাজ আদায় করেন।

মসজিদের বিভিন্ন উন্নয়ন করতে এলাকার মানুষ সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন। মসজিদের জন্য আদায়কৃত সকল অর্থ সচ্ছতার সাথে আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ রাখা হয়। আমি কোষাধ্যক্ষ হওয়ার পর সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলাম মসজিদের অর্থ নয়- ছয় করতে পারেনি। তাই সে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় নানা ষড়যন্ত্র করে আসছেন। ইতোমধ্যে এই কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে স্বচ্ছতার সাথেসজিদটির বিভিন্ন উন্নয়ন করা হয়েছে। এসব উন্নয়নের খরচের পাকা ভাউচার সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেইসি ভাউচারে সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলামের স্বাক্ষর রয়েছে।

গত ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মসজিদের আয় হয়েছে প্রায় ১ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। খরচ খরচা বাদ দিয়ে বর্তমানে এক লাখ চার হাজার টাকা ব্যাংকে রাখা হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, সাধারণ সম্পাদকের নিকট আত্মীয় আলী হোসেনের জন্য মসজিদের টাকা ধার চেয়েছিলেন। মসজিদের টাকা তাকে ধার না দেওয়ায় আমার উপর ক্ষিপ্ত হন তিনি।

কোষাধ্যক্ষ আরও বলেন, মসজিদটি তাদের যায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কোনো ছোট খাটো সমস্যা নিয়ে গেটে তালা মেরে নামাজ বন্ধের হুমকি দিয়ে থাকেন তিনি।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দিবাগত সবেবরাতের রাতে এশার নামাজ পড়া নিয়ে মুসল্লীদের মধ্যে বাকবিতন্ডায় এক পর্যায়ে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লোকজন আহত হলেও শাহাবুল ইসলাম বাদি হয়ে মসজিদ কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ সাজেদুরসহ এলাকার অনেকের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। এই সংঘর্ষের ঘটনায় আমাদের ও প্রতিপক্ষের একজন করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে আহতরা কার আঘাতে জখম হয়েছে এটা নির্নয় না করেই আমাদের লোকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছেন। এই মিথ্যা ও বানোয়াট মামলাটি প্রত্যার করার আহবান জানান তিনি।

এছাড়াও শাহাবুল ইসলাম মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক থাকায় মসজিদের টাকা আত্মসাত করেছেন।
আমি মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার হিসাবে দীর্ঘ বছর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছি। তারপরও শাহাবুল আমার নামে মিথ্যা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। যা দু:খজনক।

সংবাদ সম্মেলনে মসজিদ কমিটির সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন মিডিয়ার স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, মসজিদে শবেবরাতের রাতে এশার নামাজ শেষে নামাজ পড়ানো ইমাম নিয়ে বিবাদমান দুটি পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হন। এদের মধ্যে বাদশা মিয়া নামের একজন মুসল্লী ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এঘটনায় উভয় পক্ষই গাংনী থানায় অভিযোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১৪০

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(১৪)।

আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, ফতাইপুর গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে জহুরুল ইসলামের একটি ছাগল জনির তামাক ক্ষেত প্রায়ই খেয়ে যায়। একে জনি প্রতিবাদ করলে এনিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে ছাগল মালিক জহুরুল ইসলাম ও তার ভাই আরিফুল ইসলাম গোলাপ দেশীয় তৈরী ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালায়। এতে জনি তার স্ত্রী জাম্বিয়া ও ছেলে বিজয় মারাত্মক আহত হন।

আহত জনি জানান, আমার তামাক ক্ষেত জহুরুল ইসলামের একটি ছাগল প্রায় দিনই খেয়ে যায়। জহুরুলকে বলতে গেলে তারা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। এনিয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান আহত জনি।

গাংনী পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নাসির উদ্দিন এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আহত এবং হামলাকারীরা আপন চাচাত ভাই। বিষয়টি পারিবারিকভাবে মেটানোর চেষ্টা করছি।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি প্যাডি গ্রেফতার

দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার (৩৮) হত্যা মামলার প্রধান আসামি (মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত) ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম র্যাব-২ শেরেবাংলা নগরনগরের সহযোগিতায় ঢাকা তুরাগ থানার বাউনিয়া এলাকা থেকে সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান, এসআই সুফল কুমার ও

এএসআই মাহাবুব হাসান ও সঙ্গীয় ফোর্স অংশ নেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডি গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে।

ফয়সাল হোসেন প্যাডির বিরুদ্ধে দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার, কক্সবাজারের আলামিন হত্যা মামলাসহ একটি অস্ত্র আইনে ও বিস্ফোরক এবং ছিনতাই মামলা আদালতে রয়েছে। হত্যা মামলা দুটিতে তাকে মৃত্যদণ্ড দিয়েছে আদালত।

জানা গেছে, দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার (৩৮) ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সকালে বাসা থেকে বের হন। এরপর থেকে তার মোবাইলফোন বন্ধ ছিল। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রোকসানা পারভীন ওই দিন তেজগাঁও থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
জাহাঙ্গীরের খবর জানতে একাধিক বার ফয়সালের সঙ্গে কথা বলে জাহাঙ্গীরের পরিবার। কিন্তু ফয়সাল তাদের বলেন, তিনি কিছুই জানেন না। পরে রাজধানীর খিলক্ষেত নামাপাড়ার ২১১/১-এ নম্বর বাড়ির পাঁচতলার একটি মেসে সুটকেসের ভেতর থেকে জাহাঙ্গীরের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেন পুলিশ।

এ ঘটনায় নিহত জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রোকসানা পারভীন বাদি হয়ে ওই বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর খিলক্ষেত থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে ২০১৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা খিলক্ষেত থানার এসআই আব্দুল জলিল। ওই বছরের ২৫ মে আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করেন আদালত। মামলাটির বিচার চলাকালে আদালত ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

২০২১ সালে রোববার (২ফেব্রুয়ারি) ঢাকার ৭ম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক তেহসিন ইফতেখান এই রায় ঘোষণা করেন। রায়ে জাহাঙ্গীর আলমের খালাতো ভাই এইচএম ফয়সাল ওরফে প্যাডিকে মৃত্যুদণ্ড এবং অপর তিন আসামি নাজমুল হাসান ওরফে রাকিব, রায়হান হাসান সারোয়ার ও ফাহিম হাসান খানকে যাবজ্জীবন দেন।

এসময় প্রধান আসামি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্যাডি পলাতক ছিলেন। সেসময়

আদালত তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। রায় ঘোষণার সময় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক জহির রায়হান জানান, ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডি তুরাগ এলাকায় রুবেল হোসেন পরিচয় সাড়ে চার বছর আগে বিয়ে করে বসবাস করছিলেন।

আজ মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে দিকে আদালতে নেওয়া হয়েছে তাকে।